29 January 2026

ক্ষমা করার ফযিলত

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

ক্ষমা করার ফযিলত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
আমীরে মুয়াবিয়া ও ইবনে জুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا..... 5
মানুষকে ক্ষমা করার ফযিলত..... 9
শানে মুস্তফা..... 10
মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা..... 11
১. গোলামকে আযাদ করে দিলেন! 14
২. অত্যাচারীর জন্যও দোয়া করলেন 15
৩. ক্ষমা করা ক্ষমতা থাকার পরেই হয়ে থাকে! 16
প্রথম বাধা: অহংকার..... 17
ক্ষমা করলে সম্মান বাড়ে..... 18
মাদানী ওসিয়ত নামা..... 18
দ্বিতীয় বাধা: রাগ..... 21
লবণ বেশি হয়ে গিয়েছিল..... 22
তৃতীয় বাধা: দ্বীনি ইলম এবং উত্তম সাহচর্য থেকে দূরত্ব..... 23
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: দরস 23
কবরস্থানে হাজেরীর সুন্নাত ও আদব..... 25
ঘোষণা..... 26
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 27

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 28
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 28
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 28
(৬) দরূদে শাফায়াত: 29
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 29
কবরস্থানে হাজেরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল 30
অত্যাচার থেকে মুক্তির দোয়া 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم

যেসব লোক এমন কোনো মজলিসে বসে যেখানে তারা না আল্লাহ পাকের যিকির করে, আর না তাদের নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। **(তিরমিযী কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে মুয়াবিয়া ও ইবনে জুবায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর একটি জমি ছিল যেখানে তাঁর গোলামরা কাজ করত। আর তাঁর জমির

সাথে মিলিত (একেবারে কাছে) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জমি ছিল যেখানে তাঁর গোলামরা কাজ করত। একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক গোলাম জোরপূর্বক হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জমিতে ঢুকে পড়ল। তখন তিনি হযরত আমীররে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট একটি চিঠি লিখলেন, যাতে লিখেছিলেন: আপনার গোলাম আমার জমিতে ঢুকে পড়েছে, তাকে বারণ করুন। وَالسَّلَام

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চিঠিটি পড়ে একটি পৃষ্ঠা নিলেন এবং এর উত্তরে লিখলেন: হে হাওয়ারীয়ে রাসূল (রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশ্বস্ত সাথী) এর সাহেবজাদা! গোলাম যা করেছে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং দুনিয়ার কোনো কদর ও মূল্য আমার কাছে নেই। আমি আমার এই জমি আপনাকে প্রদান করছি, সুতরাং আপনি এটি আপনার জমির সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং এতে বিদ্যমান গোলাম ও সম্পদও আপনার হলো। وَالسَّلَام এই চিঠি যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি এর উত্তরে লিখলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চিঠি পড়েছি, আল্লাহ পাক তাঁর হায়াত দীর্ঘ করুক! তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব যতক্ষণ কুরাইশদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে, কুরাইশদের মর্যাদা নষ্ট হতে পারে না। এই চিঠি যখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: যে ক্ষমা করে সে-ই নেতৃত্ব দেয়, যে সহনশীলতা প্রদর্শন করে, সে মহান হয় এবং যে মার্জনা করে মানুষের হৃদয় তার দিকে ধাবিত হয়।

(দ্বীন ও দুনিয়া কে আনৌখী বাঁতে, পৃ: ৪৪৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন! আল্লাহর প্রিয় বান্দারা কতই না চমৎকার গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন! যাদের ব্যক্তিত্বে বিনয় ও নম্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, দানশীলতা, আত্মত্যাগ, সহনশীলতা এবং ক্ষমা ও মার্জনার চেতনা পরিপূর্ণ থাকে। এই ব্যক্তিরা শুধু দাবি ও স্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং ইসলাম তাঁদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছিল। তাঁরা নিজের স্বার্থে কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যদি কেউ তাঁদের সাথে কঠোর আচরণ করত, তবে তাঁরা উত্তেজিত না হয়ে বরং প্রতিপক্ষের সাথেও মমতা ও দয়ার আচরণ করতেন। এটাই কারণ যে, আজ সারা বিশ্বে তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের চর্চা হচ্ছে। যখনই এই মহান ব্যক্তিদের উত্তম আলোচনা হয়, তখনই মুখে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ জারি হয়ে যায়। হায়! এই মহান ব্যক্তিদের উসিলায় মহান প্রতিপালক যেন আমাদেরও মুসলমানদের ক্ষমা করার এবং ক্ষমা করে এর সাওয়াব অর্জন করার সৌভাগ্য দান করেন। মনে রাখবেন! রাগকে সংবরণ করা এবং মানুষকে ক্ষমা করা এমন এক শ্রেষ্ঠ আমল যে, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান এটি পালন করবে, সে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে। যেমনটি

পারা ৪, সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ﴿۱۳۴﴾

(পারা: ৪, আলে ইমরান: ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

একইভাবে পারা ১৮, সূরা নূরের ২২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(পারা: ১৮, আন-নূর: ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তাদের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, মানুষের ভুলত্রুটি মার্জনা করা আল্লাহ পাকের অত্যন্ত পছন্দনীয়। মনে রাখবেন! শয়তান মানুষের আদি শত্রু, সে কখনো চায় না যে, মুসলমানরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকুক, একে অপরের মঙ্গল কামনা করুক, একে অপরের সম্মান ও সম্ভ্রমের রক্ষক হোক, একে অপরের ভুল উপেক্ষা করুক, নিজেদের মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করুক, নিজেদের অধিকার ক্ষমা করে দিক, অন্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখুক এবং একে অপরের সাহায্য করুক ইত্যাদি। কারণ যদি এমন হয় তবে সমাজ শান্তির নীড় হয়ে যাবে এবং শয়তান ব্যর্থ ও লজ্জিত হবে। এজন্য সে মুসলমানদের ক্ষমা করতে ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় না। সুতরাং শয়তানের বিরোধিতা করে তার আক্রমণ ব্যর্থ করে দিন এবং মার্জনা করার অভ্যাস গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন! কোনো মুসলমানের ভুল হয়ে গেলে তাকে ক্ষমা করা যদিও নফসের উপর অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমরা যদি ক্ষমার ফযীলতকে সামনে রাখি তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রতিদান ও সম্মানের অধিকারী হবো। اِنْ شَآءَ الله

আসুন! এই বিষয়ে ৩টি হাদীস শরীফ শুনি এবং মানুষকে ক্ষমা করার প্রেরণা তৈরির চেষ্টা করি।

মানুষকে ক্ষমা করার ফযিলত

১. প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে, আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করবেন এবং তাকে আপন রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই বিষয়গুলো কী কী? ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান করো (২) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখো এবং (৩) যে তোমার উপর অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। **(মুজামু আওসাত, ৪/১৮, হাদীস: ৫০৬৪)**

২. ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে: যার প্রতিদান আল্লাহ পাকের দয়াময় যিম্মায় রয়েছে, সে যেন দাঁড়ায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। জিজ্ঞাসা করা হবে: কার জন্য প্রতিদান? ঘোষণাকারী বলবে: যারা ক্ষমা করে দেয় তাদের জন্য। তখন হাজার হাজার মানুষ দাঁড়াবে এবং হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মুজামু আওসাত, ১/৫৪২, হাদীস: ১৯৯৮)

৩. ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ভুল ক্ষমা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার ভুল ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ, ৩/৩৬, হাদীস: ২১৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, মানুষকে ক্ষমা করা কত চমৎকার আমল, যার বরকত দুনিয়াতে তো নসিব হয়ই, আখিরাতেও اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করা হবে। কতই না সৌভাগ্যবান সেই সকল মুসলমান, যারা ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের ভুলগুলোকে নিজের নফসের জেদের বিষয় বানায় না বরং ক্ষমা করে সাওয়াবের ভাণ্ডার অর্জন করে। কিন্তু আফসোস! আজ যদি কেউ আমাদের সামান্য কষ্টও দেয় বা সামান্য অভদ্রতা প্রদর্শন করে তবে আমরা ক্ষমা ও ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দেই, তার শত্রু হয়ে যাই এবং বিভিন্ন উপায়ে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করি। অথচ আমরা যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করি তবে আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন।

শানে মুস্তফা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অভ্যাসবশত মন্দ কথা বলতেন না এবং কৃত্রিমভাবেও না, বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না এবং মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন না, বরং হুযুর ক্ষমা করতেন ও মার্জনা করে দিতেন।

(তিরমিযী, ৩/৪০৯, হাদীস: ২০৩৩)

যার চমৎকার উদাহরণ হলো মক্কা বিজয়ের ঘটনা, মক্কা বিজয়ের আগে যেসব দুশ্চরিত্র কাফিরদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর জন্য ভূমিকে সংকীর্ণ করে দেওয়া

হয়েছিল, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল; মক্কা বিজয় এবং মুসলমানদের বিজয় লাভের পর অন্যান্য কয়েদিদের পাশাপাশি সেই যন্ত্রণাদানকারী রক্ত পিপাসু জানোয়ারদেরও গ্রেফতার করে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির করা হয়েছিল। যদি সেই সময় অন্য কোনো পার্থিব শাসক হতো তবে সম্ভবত তাদের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির নির্দেশ দিতো, কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরও ক্ষমার মাধ্যমে ধন্য করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

৮ হিজরীতে যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের শাহেনশাহ হিসেবে হেরেম শরীফে প্রথম সাধারণ দরবার অনুষ্ঠিত করলেন, যাতে ইসলামী সৈন্যবাহিনী ছাড়া হাজার হাজার ইসলাম বিরোধীদের এক বিশাল ভিড় ছিল। এই শাহী খুতবায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু মক্কাবাসীদের প্রতি নয় বরং সমস্ত মানুষকে সাধারণ সম্বোধন করলেন। খুতবার পর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে এক গভীর দৃষ্টি দিলেন এবং দেখলেন যে, কুরাইশ সর্দাররা মাথা নিচু করে, দৃষ্টি অবনত করে কাঁপছে ও ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই অত্যাচারী ও নিপীড়নকারীদের মধ্যে ঐসব লোকেরাও ছিল, যারা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়েছিল। ঐসব লোকেরাও ছিল, যারা বারবার তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল। ঐসব রক্তপিপাসুরাও ছিল, যারা বারবার তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলা করেছিল। ঐসব নির্দয় ও নিষ্ঠুর লোকেরাও ছিল, যারা তাঁর দাঁত মোবারক (কিছু অংশ) শহীদ এবং

নূরানী চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। ঐসব বখাটেরাও ছিল, যারা বছরের পর বছর ধরে অপবাদ ও লজ্জাজনক গালিগালাজ দিয়ে তাঁর মোবারক অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। ঐসব ঘাতক ও হিংস্র লোকেরাও ছিল, যারা তাঁর গলায় চাদরের ফাঁস লাগিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করতে চেয়েছিল। তারা তাঁর রক্তের তৃষ্ণার্তও ছিল, যাদের তৃষ্ণা নবুয়তের রক্ত ছাড়া অন্য কিছুতে মিটতো না। ঐসব অত্যাচারী ও রক্তপিপাসুরাও ছিল, যাদের আক্রমণ ও অত্যাচারে বারবার মদীনা মুনাওয়ারার দেয়াল কেঁপে উঠেছিল। ঐসব নিপীড়নকারী যারা নবুয়তের প্রানোৎসর্গকারী পতঙ্গ হযরত বিলাল, হযরত সুহাইব, হযরত আম্মার, হযরত খাব্বাব, হযরত খুবাইব, হযরত যায়েদ বিন দাছিন্নাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ইত্যাদিকে রশি দিয়ে বেঁধে চাবুক মেরে মেরে জ্বলন্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়েছিল, কাউকে আগুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়েছিল, কাউকে চাদরে পেঁচিয়ে নাকে ধোঁয়া দিয়েছিল, শতবার গলা টিপে ধরেছিল। আজ এই সব অপরাধী ১০-১২ হাজার মুহাজির ও আনসার বাহিনীর অধীনে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল এবং মনে মনে ভাবছিল যে, হয়তো আজ আমাদের লাশ কুকুরকে দিয়ে ছিড়ে মাংসগুলো চিল-শকুনকে খাওয়ানো হবে এবং আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষিপ্ত বাহিনী আমাদের প্রতিটি শিশুকে ধূলিসাৎ করে আমাদের বংশ নিপাত করে দিবে এবং আমাদের জনপদগুলো ধ্বংস ও তছনছ করে দিবে। সেই অপরাধীদের বুকে ভয় ও আতঙ্কের তুফান চলছিল। আতঙ্ক ও ভয়ে তাদের শরীরের প্রতিটি অংশ কাঁপছিল, কলিজা মুখে চলে এসেছিল। এই নিরাশা ও হতাশার ভয়ংকর পরিবেশে হঠাৎ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মোস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতের দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ হলো এবং সেই অপরাধীদের তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা

করলেন: বলো! তোমরা কি জানো আজ আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করতে যাচ্ছি? এই আতঙ্কজনক ও ভীতিপ্রদ প্রশ্নে অপরাধীরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো কাঁপতে লাগল, কিন্তু রহমতপূর্ণ ললাট দেখে সবাই একযোগে বলল যে, আপনি অত্যন্ত দয়ালু।

সবার লোলুপ দৃষ্টি নবুয়তের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং সবার কান নবুয়তের চূড়ান্ত ফয়সালা শোনার অপেক্ষায় ছিল যে, হঠাৎ মক্কা বিজেতা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দয়ালু সুরে ইরশাদ করলেন: لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ রিসালাতের এই ঘোষণা শুনে সব অপরাধীর চোখ অনুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তাদের মুখ থেকে জারি হওয়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্বনিতে কাবা শরীফের দেয়াল ও পরিবেশে সবদিকে নূরের বৃষ্টি হতে লাগল।

(সীরাতে মুস্তফা, পৃ: ৪৩৭-৪৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যদি আম্বিয়া ও মুরসালীন عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবা ও তাবেয়ীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পাশাপাশি বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর জীবনী অধ্যয়ন করি তবে তাঁদের জীবনী থেকেও আমরা ক্ষমা ও মার্জনা সংক্রান্ত অনেক মাদানী ফুল পাব। আল্লাহ পাক তাঁর এই নৈকট্যশীল বান্দাদের যেমন অন্যান্য অনেক অতুলনীয় গুণে ধন্য করেন, তেমনই এই গুণটিও তাঁদের চরিত্রের অংশ হয়ে থাকে যে, তাঁরা মানুষকে

ক্ষমা করেন এবং বান্দার হক আদায়ে ত্রুটি করেন না। মানুষ তাঁদের হক কেড়ে নেয় কিন্তু এই ব্যক্তিরা মানুষের হক আদায় করার প্রতি কখনো উদাসীন হন না। মূর্খ মানুষ তাঁদের নানা ধরণের কষ্ট দেয় কিন্তু এই ব্যক্তিরা তাদের ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়া এবং নফসের জন্য রাগ করার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং ক্ষমার মাধ্যমে সাওয়াবের ভাণ্ডার অর্জন করেন। আসুন! অনুপ্রেরণার জন্য এই বিষয়ে ৩টি উপদেশমূলক ঘটনা শুনি:

১. গোলামকে আযাদ করে দিলেন!

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার কয়েকজন মেহমানের সাথে খাবার খাচ্ছিলেন। গোলাম গরম ঝোলের পাত্র আনছিল, হঠাৎ তার হাত থেকে পাত্র পড়ে গেল, যার কারণে ঝোলের ছিটে তাঁর উপরও পড়ল। এটি দেখে গোলাম ঘাবড়ে গেল এবং লজ্জাবনত স্বরে সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নাম্বার আয়াতের এই অংশটি তিলাওয়াত করল:

وَالْكٰظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ

(পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি ক্ষমা করলাম। গোলাম অতঃপর এই আয়াতের শেষ অংশ পাঠ করল:

وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর সৎ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর প্রিয়।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দিলাম। **(রুহুল বায়ান, সূরা আলে ইমরান, ১৩৪নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৯৫)**

২. অত্যাচারীর জন্যও দোয়া করলেন

একবার হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কোনো এক মরুভূমির দিকে গমন করলেন, সেখানে তাঁর সাথে এক সৈন্যের দেখা হলো। সে বলল: তুমি কি গোলাম? বললেন: হ্যাঁ! সে বলল: জনপদ কোন দিকে? তিনি কবরস্থানের দিকে ইশারা করলেন। সৈন্য বলল: আমি লোকালয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। বললেন: সেটি তো কবরস্থানই। এটি শুনে সে রাগান্বিত হলো এবং তার চাবুক তাঁর মাথায় মারল আর তাঁকে আহত করে শহরের দিকে নিয়ে গেল। তাঁর সাথীরা দেখে সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করল: কী হয়েছে? সৈন্যটি ঘটনা বর্ণনা করল। তারা সৈন্যকে জানাল যে, ইনি তো (যুগ শ্রেষ্ঠ ওলী) হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ। এটি শুনে সে ঘোড়া থেকে নামল এবং তাঁর হাত-পা চুম্বন করে ক্ষমা চাইতে লাগল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কেন বললেন যে, আমি গোলাম? বললেন: সে আমাকে এটি জিজ্ঞাসা করেনি যে, তুমি কার গোলাম? বরং শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি কি গোলাম? তাই আমি বললাম হ্যাঁ! কারণ আমি আমার আল্লাহর গোলাম (বান্দা)। যখন সে আমার মাথায় মারল তখন আমি আল্লাহ পাকের কাছে তার জন্য জান্নাতের প্রার্থনা করলাম। আরজ করা হলো: সে আপনার উপর অত্যাচার করল আর আপনি তার জন্য দোয়া করলেন কেন? বললেন: আমি জানতাম যে, কষ্ট সহ্য করার জন্য আমি সাওয়াব পাব, তাই আমি এটা সমীচীন মনে করিনি যে, আমি তো সাওয়াব পাব আর সে আযাবে গ্রেফতার হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২১৬)

৩. ক্ষমা করা ক্ষমতা থাকার পরেই হয়ে থাকে!

হযরত মা'মার বিন রাশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত কাতাদা বিন দি'আমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদাকে সজোরে এক থাপ্পড় মারল। তিনি বিলাল বিন আবি বুরদাহর নিকট তার বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন কিন্তু সে কোনো মনোযোগ দিল না। অতঃপর তিনি কিসরার কাছে অভিযোগ করলেন, তখন সে বিলাল বিন আবি বুরদাহকে লিখল: "তুমি আবু খাত্তাব হযরত কাতাদা বিন দি'আমাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ন্যায় আচরণ করোনি।" অতএব বিলাল বিন আবি বুরদা থাপ্পড় মারার ব্যক্তিকে ডাকল এবং বসরার সর্দারদেরও ডাকল। তারা তার কাছে সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগল কিন্তু তিনি সুপারিশ কবুল করলেন না এবং ছেলেকে বললেন: তুমিও তাকে সেভাবেই থাপ্পড় মারো যেভাবে সে তোমাকে মেরেছিল। এবং বললেন: বাবা! আস্তিন উপরে তোলো এবং হাত উঁচু করে সজোরে থাপ্পড় মারো। অতএব ছেলে আস্তিন উপরে করল এবং থাপ্পড় মারার জন্য হাত উঁচু করল, তখন তিনি তার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন: আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করলাম, কারণ বলা হয় যে, ক্ষমা করা ক্ষমতা থাকার পরেই হয়ে থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৫১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যতই রিসালতের যুগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, আমাদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ক্ষমা করার প্রেরণা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরাও তো সারাদিনে কত ভুল করি, মুসলমানদের হক নষ্ট করি, তাদের মনে কষ্ট দেই, তাদের বা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসের ক্ষতি করি, আর মানুষ আমাদের পদ-মর্যাদা বা

সম্পর্কের খাতিরে আমাদের ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু আফসোস! আমরা মুসলমানদের ভুল ক্ষমা করাকে আমাদের জীবনের ডিকশনারি থেকে যেন কোনো ভুল অক্ষরের মতো মুছে ফেলেছি। অথচ আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের ক্ষমা ও ধৈর্যের অবস্থা এমন যে, তাঁরা গালিদাতারও অপারগতা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি আমার এই কানে গালি দেয় এবং অন্য কানে ক্ষমা চায়, তবে আমি অবশ্যই তার অপারগতা কবুল করব। **(বাহজাতুল মাজালিস, ২/৪৮৬)**

আহ! মুসলমানদের ভুল ক্ষমা করার এই চমৎকার চিন্তা যেন আমাদেরও নসিব হয়। যদিও এই কাজ নফসের জন্য অবশ্যই কঠিন, কিন্তু যখন ইচ্ছা শক্তিশালী হয় তখন কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। অবশ্য কখনো কখনো কিছু বাধা এসে দাঁড়ায়, যা মানুষকে ক্ষমা করা থেকে দূরে রাখে। সুতরাং মানুষের উচিত এই বাধাগুলো দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আসুন! কয়েকটি বাধা সম্পর্কে শুনি:

প্রথম বাধা: অহংকার

ক্ষমা করার পথে বড় বাধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অহংকার। অহংকারের সংজ্ঞা হলো; মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। **(আল মুফরিদাত, পৃ: ৬৯৭)**

অহংকারে লিপ্ত মানুষ অন্যকে ক্ষমা করাকে নিজের অপমান মনে করে। সে মনে করে ক্ষমা করা আমার মর্যাদার পরিপন্থী, এতে আমার

মর্যাদা কমে যাবে, মানুষ কী বলবে ইত্যাদি। মনে রাখবেন! ক্ষমা করলে কখনো সম্মান কমে না বরং আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। যেমনটি

ক্ষমা করলে সম্মান বাড়ে

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সদকা দিলে সম্পদ কমে না, আর বান্দা যদি কারো অপরাধ ক্ষমা করে তবে আল্লাহ পাক সেই (ক্ষমাকারীর) সম্মানই বৃদ্ধি করবেন। আর যে আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় (নম্রতা) প্রকাশ করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ শান দান করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলা ওয়াল আদাব, হাদীস: ২৫৮৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই নেক বান্দাদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন, যাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান ও লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষমা চাওয়া, ক্ষমা করা এবং বান্দার হক আদায় করা শিখিয়েছেন। তাঁকে যারা শোনেন বা দেখেন তারা বারবার শুনেছেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত হক ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং অন্যদের থেকেও হক ক্ষমা করে দেওয়ার বিনীত আবেদন করেছেন। এই ধরণটি তাঁর লেখনীতেও দেখা যায়। যেমনটি

মাদানী ওসিয়ত নামা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কিতাব "গীবত কি তাবাকারিয়াঁ" এর ১১২ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেন: আমাকে যদি কেউ গালি দেয়, মন্দ বলে (গীবত করে), আহত করে বা কোনোভাবে মনোকষ্টের কারণ হয়, আমি তাকে আল্লাহ পাকের জন্য আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আমাকে কষ্টদাতাদের থেকে যেন কেউ প্রতিশোধ না নেয়। যদি কেউ আমাকে শহীদ করে দেয় তবে আমার পক্ষ থেকে তার জন্য আমার সমস্ত

হক ক্ষমা। উত্তরাধিকারীদের কাছেও অনুরোধ যে, তাকে নিজের হক ক্ষমা করে দিন (এবং মামলা ইত্যাদি করবেন না)।

যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের উসিলায় হাশরে বিশেষ করুণা হয় তবে اِنْ شَآءَ الله আমার হত্যাকারী অর্থাৎ আমাকে শাহাদাতের সুধা পান করানো ব্যক্তিকেও জান্নাতে নিয়ে যাব, শর্ত হলো তার মৃত্যু যেন ঈমানের উপর হয়। যদি আমার শাহাদাত ঘটে তবে এর কারণে কোনো ধরণের হাঙ্গামা বা ধর্মঘট করবেন না। ধর্মঘট যদি এমন হয় যে, মানুষের ব্যবসা জোরপূর্বক বন্ধ করা হয়, দোকান ও গাড়িতে পাথর মারা হয়, তবে বান্দার এমন হক নষ্ট করাকে কোনো মুফতি জায়িয বলতে পারেন না। এই ধরণের ধর্মঘট হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এই ধরণের আবেগপ্রবণ পদক্ষেপে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি ছাড়া কিছু অর্জিত হয় না। সাধারণত ধর্মঘটকারীরা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে।

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা: মুসলিম হত্যায় শরীয়ত মতে তিনটি হক রয়েছে: (১) আল্লাহর হক (২) নিহত ব্যক্তির হক (৩) উত্তরাধিকারীদের হক। নিহত ব্যক্তি যদি জীবনে অগ্রীম ক্ষমা করে দেয় তবে শুধু তারই হক ক্ষমা হবে। আল্লাহর হক থেকে মুক্তির জন্য সত্য অন্তরে তাওবা করতে হবে। উত্তরাধিকারীদের হক শুধু ওয়ারিশদের সাথেই সংশ্লিষ্ট, তারা চাইলে ক্ষমা করতে পারেন, চাইলে কিসাস (প্রতিশোধ) নিতে পারেন। যদি দুনিয়াতে ক্ষমা বা কিসাসের ব্যবস্থা না হয় তবে কিয়ামতের দিন উত্তরাধিকারীরা নিজেদের হকের দাবি করতে পারেন।

সমস্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের কাছে করজোড়ে বিনীত আরয করছি যে, আমি যদি আপনাদের কারো গীবত করে থাকি, অপবাদ দিয়ে থাকি, বকা দিয়ে থাকি, কোনোভাবে মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা, ক্ষমা এবং ক্ষমা করে দিন। দুনিয়ার বড় থেকে বড় বান্দার হক যা কল্পনা করা যায়, ধরুন যে আমি আপনার সেটি নষ্ট করেছি, সেটিও এবং ছোট থেকে ছোট হক যা নষ্ট করেছি সেটিও ক্ষমা করে দিন এবং মহান সাওয়াবের অধিকারী হোন। করজোড়ে মিনতি করছি অন্তত একবার অন্তরের গভীর থেকে বলে দিন: "আমি আল্লাহ পাকের জন্য মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবীকে ক্ষমা করলাম।"

যার আমার উপর ঋণ পাওনা আছে বা আমি কোনো জিনিস ধার নিয়েছি এবং ফেরত দেইনি তবে সে দাওয়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিগরানের সাথে যোগাযোগ করুন। যদি উসুল করতে না চান তবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমার ভিক্ষা দিয়ে আখিরাতের সাওয়াবের হকদার হোন। যারা আমার কাছে ঋণী আছে তাদের আমি আমার সমস্ত ব্যক্তিগত ঋণ ক্ষমা করলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াজ্জম মাস অতিবাহিত হচ্ছে এবং অচিরেই শবে বরাতের আগমন ঘটবে। শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত, সুতরাং কোনোভাবেই এটি উদাসিনতায় কাটানো উচিত নয় কারণ এই রাতে রহমতের প্রচুর বর্ষণ হয়। এই মোবারক রাতে আল্লাহ পাক 'বনী কালব' গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি (অর্থাৎ অগণিত) মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: "বনী কালব গোত্র"

আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাগল লালন-পালন করত।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৩৭৫)

হায়! কিছু হতভাগা এমনও আছে যাদের জন্য শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তির রাতেও ক্ষমা না পাওয়ার সতর্কবার্তা রয়েছে। যেমনটি

হযরত ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ফাযায়েলুল আওকাত" এ উদ্ধৃত করেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ৬ ধরনের ব্যক্তির এই রাতেও ক্ষমা হবে না: (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত (২) পিতামাতার অবাধ্য (৩) ব্যভিচারে অভ্যস্ত (৪) (আত্মীয়দের সাথে) সম্পর্ক ছিন্নকারী (৫) ছবি প্রস্তুতকারী (মনে রাখবেন! এই হুকুম ডিজিটাল ছবি (Digital Pictures) এর নয়, যা প্রিন্ট করা হয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রাণীর ঐসকল ছবি যা প্রিন্ট (Printed) করা হয়) এবং (৬) চোগলখোর।

(ফাযায়িলুল আওকাত, ১/১৩০, হাদীস: ২৭)

সুতরাং শবে বরাত আসার পূর্বে বরং আজ এবং এখনই এই সমস্ত গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নেওয়া উচিত। যদি বান্দার হক নষ্ট করে থাকেন তবে তাওবার পাশাপাশি তাদের ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বিতীয় বাধা: রাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমা করার পথে আরো একটি বাধা হলো রাগ। রাগ এমন এক কষ্টদায়ক ব্যাধি, যা মানুষকে ক্ষমা করতেই দেয় না। রাগী ব্যক্তি নিজের জেদে অটল থাকে যে, অমুক আমার মনে অনেক কষ্ট

দিয়েছে তাই তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। এদের খেদমতে আরয হলো যে, ভুল মানুষেরই হয়, সুতরাং ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা ভালো নয়। মানলাম যে, অমুক ব্যক্তি আমাদের মনে অনেক কষ্ট দিয়েছে কিন্তু মনে রাখবেন! যদি আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেই, তবে আল্লাহ পাকও আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

আসুন! অনুপ্রেরণার জন্য একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনুন এবং নিজের ভেতর থেকে নাজায়িয রাগের অভ্যাস দূর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করুন।যেমনটি

লবণ বেশি হয়ে গিয়েছিল

এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারে লবণ বেশি দিয়ে দিয়েছিল। তার অনেক রাগ হলো কিন্তু এটি ভেবে সে রাগকে সংবরণ করল যে, আমিও তো ভুল করতে থাকি। যদি আজ আমি স্ত্রীর ভুলের জন্য কঠোরতা করি তবে যেন এমন না হয় যে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও আমার ভুলগুলোর জন্য পাকড়াও করেন। ফলে সে মনে মনে নিজের স্ত্রীর ভুল ক্ষমা করে দিল। ইন্তেকালের পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? সে উত্তর দিল: গুনাহের আধিক্যের কারণে আযাব হতেই যাচ্ছিল যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমার বান্দী তরকারিতে লবণ বেশি দিয়ে দিয়েছিল আর তুমি তার ভুল ক্ষমা করেছিলে, যাও আমি আজ তার বিনিময়ে তোমাকে ক্ষমা করলাম। **(রাগের চিকিৎসা, পৃ: ১৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তৃতীয় বাধা: দ্বীনি ইলম এবং উত্তম সাহচর্য থেকে দূরত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমা করার পথে আরো একটি বাধা হলো দ্বীনি ইলম এবং উত্তম সাহচার্য থেকে দূরে থাকা। যে বান্দা দ্বীনি ইলমের সম্পদ এবং উত্তম সাহচর্যের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়, সাধারণত এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করা শয়তানের জন্য সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আমাদের সামনে খোলা কিতাবের মতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমরা এই উভয় নেয়ামত পেতে পারি। সুতরাং আমরা সবাই দ্বীনি ইলমের সম্পদ পেতে এবং উত্তম সাহচর্যের ফয়যানে ধন্য হতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করুন, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করুন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ুন বা পড়ান, দরস দিন বা অংশগ্রহণ করুন, নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করুন, কাফেলায় সফর করুন। اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে অন্তরে ক্ষমা করার এবং ক্ষমা চাওয়ার প্রেরণা জাগ্রত হয়ে যাবে।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: দরস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একে অপরকে ক্ষমা করার প্রেরণা পেতে, ইবাদতে মন বসাতে এবং গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজগুলোর মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো 'দরস'। হাদীস শরীফে রয়েছে: দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রতিটি

মুসলমানের উপর ফরয। **(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৪৯, হাদীস: ২২৪)** ✯ জানা গেল; প্রতিটি মুসলমানের উপর তার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী দ্বীনি ইলম শেখা জরুরী। ✯ দ্বীনি ইলম শেখার অনেক মাধ্যম রয়েছে, একটি মাধ্যম হলো দরস। আপনাদের নিকট এতে অংশগ্রহণের অনুরোধ রইল! اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ✯ দ্বীনি ইলম শেখা যাবে, নেককার মানুষের সাহচর্য নসিব হবে। ✯ দ্বীনি কথা বলা এবং শোনাও যিকিরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। ✯ হাদীস শরীফ অনুযায়ী যে ব্যক্তি বাজারে যিকিরুল্লাহ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য প্রতিটি পশমের বিনিময়ে নূর হবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১২, হাদীস ৫৬৭)** ✯ **ঘটনা:** দুই বন্ধু বাজার দিয়ে যাচ্ছিল, একজন বলল: আসো যিকিরুল্লাহ করি। দুজনে যিকির করতে লাগল। কিছুকাল পর একজনের মৃত্যু হলো, অন্যজন তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: কী ঘটল? সে বলল: সেদিন আমরা বাজারে যিকির করেছিলাম, তার বরকতে আমাদের দুজনেরই মাগফিরাত করে দেওয়া হয়েছে। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ: ৪৫৭)** سُبْحٰنَ الله! ✯ আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড়, দরসে অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন! কে জানে আমাদের ভাগ্যও বদলে যেতে পারে।

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে প্রতিদিন অন্তত একটি 'ফয়যানে সুন্নাত' থেকে দরস দেয় বা শোনে তার প্রতি চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তাকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে হাজেরীর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা '১৬৩ মাদানী ফুল' থেকে কবরস্থানে হাজেরীর সুন্নাত ও আদব শুনি। প্রথমে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী শুনুন, ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের কবর যিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কারণ এটি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি তৈরি করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। **(ইবনে মাজাহ, ২/২৫২, হাদীস: ১৫৭১)** ✯ (ওলী আল্লাহর মাযার শরীফ বা) যেকোনো মুসলমানের কবর যিয়ারতে যেতে চাইলে মুস্তাহাব হলো যে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া) ২ রাকাত নফল নামায পড়ুন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১ বার আয়াতুল কুরসি এবং ৩ বার সূরা ইখলাস পড়ুন এবং এই নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে ইসাল করুন। আল্লাহ পাক সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং এই (সাওয়াব প্রদানকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন। **(ফাতেওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০)** ✯ মাযার শরীফ বা কবর যিয়ারতে যাওয়ার সময় পথে অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেন না। ✯ কবরস্থানের ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে অতীতে কখনো মুসলমানদের কবর ছিল না। ✯ যে রাস্তা নতুন তৈরি করা হয়েছে তার উপর দিয়ে যাবেন না। 'রাদ্দুল মুহতার'-এ রয়েছে: (কবরস্থানে কবর সমান করে) যে নতুন রাস্তা করা হয়েছে তার উপর দিয়ে চলা হারাম। বরং নতুন রাস্তার শুধু ধারণা থাকলেও তার উপর দিয়ে চলা নাজায়িয ও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ৩/১৮৩)**

ঘোষণা

কবরস্থানে হাজিরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তারবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৯ জানুয়ারী ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কবরস্থানে হাজেরীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল

অনেক মাযার শরীফে দেখা গেছে যে, যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবর ভেঙে মেঝে বানিয়ে দেওয়া হয়, এমন মেঝের উপর শোয়া, হাঁটা, দাঁড়ানো, তেলাওয়াত বা যিকিরের জন্য বসা ইত্যাদি হারাম। দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন। ✯ যিয়ারত মৃতের চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে হতে হবে এবং পায়ের দিক দিয়ে কবরের কাছে আসবেন, যাতে আপনি তার দৃষ্টির সামনে থাকেন। শিয়রের (মাথার) দিক থেকে আসবেন না, কেননা তাঁর মাথা তুলে দেখতে হয়। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২)** ✯ কবরস্থানে এভাবে দাঁড়াবেন যাতে কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখ থাকে। এরপর বলবেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ পাক আমাদের এবং তোমাদের মাগফিরাত দান করুক। তোমরা আমাদের আগে চলে এসেছ এবং আমরা তোমাদের পরে আসব। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫০)** ✯ কবরের উপর আগরবাতি জ্বালাবেন না, এটি বেয়াদবি এবং কুসংস্কার (এবং এতে মৃতের কষ্ট হয়)। হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদের) সুগন্ধি পৌঁছানোর জন্য (জ্বালাতে চায়) তবে কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবেন, কেননা সুগন্ধি পৌঁছানো পছন্দনীয় কাজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৪৮২)** ✯ কবরের উপর প্রদীপ বা মোমবাতি ইত্যাদি রাখবেন না কারণ এটি

আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃতের কষ্ট হয়। হ্যাঁ! যদি রাতে পথচারীদের আলোর প্রয়োজন হয় তবে কবরের এক পাশে খালি জায়গায় মোমবাতি বা প্রদীপ রাখা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অত্যাচার থেকে মুক্তির দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী 'অত্যাচার থেকে মুক্তির দোয়া' মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছো এবং রাসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো। **(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ২৫১)**

দ্রষ্টব্য:"اَللّٰهُمَّ " শব্দটি আয়াতের অংশ নয়, তাই ব্র্যাকেটে লেখা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ক পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد